দৈনিক সংবাদ

তারিখ 11 DEC 1986
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

সংবাদ

ঢাকা : মঙ্গলবার, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৯৩

স্কুল ছাত্রদের বেতন-ফিতে নৈরাজ্য

দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র বেতনের ক্ষেত্রে কি-রকম অসমতা ও নৈরাজ্য বিরাজ করছে তার একটা চিত্র ফুটে উঠেছে সম্প্রতি পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে। সরকারী স্কুলগুলোর তুলনায় বেসরকারী স্কুলগুলোতে ছাত্র বেতন আকাশছোঁয়া। আবার বেসরকারী স্কুলগুলোর একটার সাথে আরেকটার কোন মিল নেই। কোন স্কুলে ছাত্র বেতন মাসিক ২০ টাকা, কোথাও ১০০ টাকা আবার কোন স্কুলে তার চেয়েও বেশী। যে যেভাবে পারছে অভিভাবকের পকেট কেটে ছাত্র বেতন আদায় করছে। এর পাশাপাশি যত পারছে পরীক্ষার্থীদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে কোচিং ফিসহ নানা ধরনের চার্জ। ফলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত অভিভাবকদের পক্ষে সন্তান-সন্ততিদের লেখাপড়া করানো ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছে।

সরকারী স্কুলগুলোতে ছাত্রদের বেতন যেহেতু কম কাজেই অর্থনৈতিক যুক্তির খাতিরে সেখানে নিম্নবিত্ত লোকদের সন্তানদেরই লেখাপড়ায় প্রাধান্য পাওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে তার উল্টো। এগুলোতে লেখাপড়ার মান তুলনামূলকভাবে ভাল বলে সকলেই তাদের ছেলে-মেয়েদের এখানে ভর্তি করাতে চান। আর ভর্তি পরীক্ষায় অবধারিতভাবে সুযোগ পায়, সফল হয় ধনী ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর সন্তানেরা। কারণ পারিবারিক পরিবেশ ও গৃহশিক্ষকের বদৌলতে তারাই অধিকতর 'মেধাবী' বলে গণ্য হয় এবং ভর্তি পরীক্ষায় অন্যদের ডিঙ্গিয়ে যায়।

এভাবে লেখাপড়া করা বা করানোর সামর্থ্য ক্রমেই সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে যেতে থাকার ফলটা দেশ হাতে হাতেই পাচ্ছে। এ বছরের তুলনায় আগামী বছর কেবল ঢাকা বোর্ডেই এস এস সি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বিশ হাজারের মত কমে যাবে বলে বোর্ড সূত্রে জানা গেছে।

আমরা মনে করি, সাধারণভাবে বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলগুলোর ছাত্র বেতন হার শুধু সামঞ্জস্যপূর্ণ বা সমান হওয়াই উচিত নয়, তা যাতে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ থাকে তাও নিশ্চিত করা দরকার। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে উচ্চবিত্ত মানুষ মাসে পাঁচশ' টাকা টিউশান ফি দিয়ে সন্তানদের পড়াতে চাইলে আপত্তি করে লাভ হবে না। এ ধরনের স্কুল তারা প্রতিষ্ঠিত করুন। কিন্তু সাধারণ মানুষের সন্তানদের পড়াবার মত পর্যাপ্ত স্কুল দেশে থাকতে হবে। সরকারকেই এই দিকটা দেখতে হবে।

বেসরকারী স্কুলগুলোর শিক্ষকদের বেতনের শতকরা ৬০ ভাগ সরকারই দিয়ে থাকেন। এই অবস্থায় টিউশান ফি কোনমতেই খুব বেশী হওয়া উচিত নয়। বরং আমরা মনে করি টিউশান ফি'র একটা অংশ নিয়েও যদি সরকার শিক্ষকদের বেতনের শতকরা একশত ভাগ স্কুলগুলোকে দেয়ার ব্যবস্থা করেন তাহলে অবস্থার উন্নতি হবে।

অস্বীকার করার উপায় নেই, শিক্ষকদের বেতন ছাড়াও বেসরকারী স্কুলগুলোর আরো অনেক ব্যয় আছে। পাশাপাশি স্কুলগুলোর ব্যবস্থাপনায় গলদ, দুর্নীতিও কম নেই। পরিদর্শন ব্যবস্থার দুর্বলতা এই গলদ দূর করার মস্ত অন্তরায়। স্কুল ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনসাধারণ ও অভিভাবকদের প্রতিনিধিত্ব দুর্বল। কর্তৃপক্ষকে এই দিকটাও দেখতে হবে।

কোচিং-এর নামে এস এস সি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে যে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয় তা কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। 'টেষ্ট' পরীক্ষার পরে অধিকাংশ স্কুলেই কোচিং ক্লাস করার নামে জনপ্রতি তিনশ' থেকে ছ'শ' টাকা আদায় করা হয়। গরীব ও মধ্যবিত্ত অভিভাবকদের উপর এটা একটা মস্ত বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্কুলগুলোতে ছাত্রদের কাছ থেকে জুন মাস পর্যন্ত বেতন অগ্রিম নিয়ে নেয়া হয়। তারপরেও ঐ সময়ের মধ্যে পড়ানোর জন্য অতিরিক্ত ফি চাওয়া কি যুক্তিসঙ্গত? অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে কোচিংয়ের ব্যবস্থা যদি করাও হয় তাহলেও একে বাধ্যতামূলক করা উচিত নয়। কোন ছাত্র বা অভিভাবক যদি পরীক্ষার আগে অতিরিক্ত কোচিং না চান বা তার ব্যয় বহন করতে না পারেন, তাহলে কোচিং ফি আদায়ের জন্য চাপ প্রয়োগ সম্পূর্ণ অন্যায় ও বেআইনী। এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ করার সময় একবারে হাজার বারশ' টাকা দেয়া অনেক অভিভাবকের পক্ষেই কষ্টকর একথা কে না জানে। আধুনিক যুগে শিক্ষাদান এবং শিক্ষাগ্রহণ দুটোই বিনিয়োগমূলক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কোনমতেই এটাকে একেবারে ব্যবসাদারির পর্যায়ে নিয়ে ফেলা ঠিক নয়।